Mr. Ahmad Sanfique Sb.
P.O. & vill- Selbarash
via- Dharampasha
Sylhet.

Reg. No. DA.—142

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মুখপত্র।

আহ্‌মদীদের জন্য সডাক বার্ষিক চাঁদা ৪৲ টাকা প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা
অন্যের জন্য " " " ২৲ " " " /৬ পাই

পাক্ষিক আহ্‌মদীর নিয়মাবলী

১। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হয়।
২। চাঁদা, সাহায্য বা কাগজ পাওয়া সম্বন্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে ম্যানেজারের নিকট পাঠাইতে হয়। চাঁদা অগ্রিম দেয়।
৩। 'আহমদীর' বৎসর মে হইতে এপ্রিল এবং যিনি যখন গ্রাহক হন তখন হইতে।
৪। বিজ্ঞাপনের হার অতি সুলভ। ম্যানেজারের সহিত পত্রালাপ করুন।

ম্যানেজার, পাক্ষিক, আহ্‌মদী।
পোঃ বক্স নং৬, ১৬/১২ মিশন পাড়া নারায়ণগঞ্জ

নব পর্য্যায়—১৩শ বর্ষ, | Fortnightly, Ahmadi, December, 8th, 1959 ২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬ বাং ৭ই জমাদিয়স্ সানি ১৩৭৯ হিঃ, | ১১শ সংখ্যা

বেদা'ত এবং রছমরিওয়াজ হইতে বিরত থাকা

আল্লাহতা'লা কোরআন করীমে তাঁহার রাস্তা ছাড়িয়া অন্য রাস্তায় যাইতে নিষেধ করিয়া বলিয়াছেন, "নিশ্চয়ই আমার এই রাস্তা সরল। সুতরাং ইহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথ অবলম্বন করিও না, এরূপ করিলে তোমরা আল্লাহর রাস্তা হইতে সরিয়া পড়িবে।" "পারা ৮, রুকু ৬।'

হজরত রসুল করীম (দঃ) বলিয়াছেন, "সর্ব্বোৎকৃষ্ট হাদিস আল্লাহর কেতাব (কোরআন) এবং সর্ব্বোত্তম তরীকা (ধর্ম্মীয় রীতিনীতি) আমার তরীক এতদ্ব্যতিত নূতন সব কিছুই পথ ভ্রষ্টকারী।" "মোসলেম।"

উপরোক্ত আয়েত ও হাদিস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, কোরআনের স্থান ও কোরআন বর্ণিত পথ সর্ব্বোচ্চে, তৎপর হজরত রসুল করীম (দঃ) এর তরীকা, এবং এতদুভয় ব্যতিত নূতন সব কিছুই পথভ্রষ্টকারী। আজ যদি প্রত্যেক মুসলমান আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র রসুলের বাণীকে নিজেদের সারথী মনে করিয়া তদোপরি আমল করিতেন তবে আল্লাহতা'লা ও তাঁহার রসুলের প্রিয় পাত্র হইতেন।

হজরত ইমাম মাহদী (আঃ)এর জামাত বা আহ্‌মদীয়া জামাতে দাখেল হইবার শর্ত্তাবলী

আহমদীয়া জামাতে বয়েৎ গ্রহণকারী প্রত্যেকে এই প্রতিজ্ঞা করিবেন যে,

১। মৃত্যু পর্য্যন্ত কখনও শিরক্ করিবেনা।

২। মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, কু-বিশ্বাস, কুকার্য্য, পরের অহিত সাধন, অশান্তি ও বিদ্রোহ হইতে দূরে থাকিবে।

৩। বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও হজরত রসুল করীম (দঃ) এর আদেশ অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়িবে। হজরত রসুল করীম (দঃ) এর প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করিবে। সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদ পড়িবে। স্বীয় পাপস্মরণ করিয়া আল্লাহতা'লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। তাঁহার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁহার প্রশংসা করিবে।

৪। উত্তেজনার বশে, অন্যায় রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য উপায়ে আল্লাহর সৃষ্ট জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কষ্ট দিবে না।

৫। সুখে, দুঃখে, কষ্টে শান্তিতে, সম্পদে বিপদে, সকল অবস্থায় খোদাতালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট থাকিবে। বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না; বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

৬। সামাজিক কদাচার পরিত্যাগ করিবে। প্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কোরআনের অনুশাসন সম্পূর্ণ মানিয়া চলিবে। প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুল করীম (দঃ) এর আদেশকে নিজ সারথী করিবে।

৭। ঈর্ষা গর্ব্ব সর্ব্বোতভাবে পরিত্যাগ করিবে; দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্য্যের সহিত জীবন যাপন করিবে।

৮। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের সম্মান রক্ষা এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে স্বীয় ধন, মান, সম্ভ্রম, সন্তান সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তম মনে করিবে।

৯। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁহার সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে এবং নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য পরোপকারে প্রয়োগ করিবে।

১০। ধর্ম্মানুমোদিত সকল কার্য্যে হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এর আদেশ পালনের প্রতিজ্ঞায় তাঁহার সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃবন্ধন এত ঘনিষ্ট ও পবিত্র যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্ক বা প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের মধ্যে ইহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

——

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম নাহমাদুহু ওয়ানুছাল্লি আলা রাছুলিহিল কারিম

খোদা কে ফজল আওর

রহম কে সাথ-হুয়ান্নাছের

"খোদ্দাম এবং আনছারদের প্রতিজ্ঞা পত্র (আহাদনামা)"

আশ্‌হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারিকালাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মোহাম্মাদান অবদুহু ওয়া রাছুলুহু।

হাম আল্লাহ্‌তায়ালা কি কছম খাকার ইহ্‌ বাত কা একরার কারতেহ্যাঁয় কেহ্‌ হাম ইস্‌লাম আওর আহমদীয়াত কি ইশায়াত আওর মোহাম্মদ রছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম কা নাম দুনিয়াকে কিনারোঁ তক পৌহ্‌চানে কে লিয়ে আপনি জিন্দেগীয়োঁ কে আখেরী লামহাত্‌ তক কোশিষ কারতে চালে জায়েঙ্গে আওর ইছ মোকাদ্দাস ফরয কি তকমিল কে লিয়ে হামেশা আপনি জিন্দেগীয়াঁ খোদা আওর উছকে রছুল কে লিয়ে ওয়াক্‌ফ রাখেঙ্গে আওর হার বড়ি ছে বড়ি কোরবাণী পেশ কারকে কেয়ামত তক ইসলাম কে ঝাণ্ডে কো দুনিয়াকে হার মুল্‌ক মে উঁচা রাখেঙ্গে।

হাম ইছ বাত কা ভি একরার কারতেহ্যাঁয় কে হাম নেজামে খেলাফত কি হেফাজত আওর ইছকে এছতেহ্‌কাম কে লিয়ে আখের দম তক জদ্দো জাহাদ্‌ কারতে রাহেঙ্গে আওর আপনি আওলাদ-দার আওলাদ কো হামেশা খেলাফত ছে ওয়াবেস্তা রাহনে আওর ইছকি বারাকাত ছে মুস্তাফায়েজ হোনে কি তলকিন কারতে রাহেঙ্গে তাকে কেয়ামত তক খেলাফ্‌ত আহমদীয়া মাহ্‌ফুজ চালি জায় আওর কেয়ামত তক সিল সিলায়ে আহমদীয়া কে জরিয়ে ইসলাম কি ইশায়াত হতি রাহে আওর মোহাম্মদ রছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম কা ঝাঁণ্ডা দুনিয়াকে তামাম ঝাণ্ডোঁছে উঁচা লেহ্‌রানে লাগে "আয় খোদা তু হামে ইছ আহাদ কো পুরা কারনে কি তৌফিক আতা ফরমা। আল্লাহুম্মা আমীন. আল্লাহুম্মা আমীন, আল্লাহুম্মা আমীন।

বঙ্গানুবাদ :—আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাছুলুহু।

আমরা আল্লাহতালার কছম খাইয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, ইসলাম এবং আহমদীয়তের প্রচার ও মোহাম্মদ রছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম এর নাম দুনিয়ার প্রান্ত পর্য্যন্ত পৌঁছাইবার জন্য নিজের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত চেষ্টা করিতে থাকিব। এই পবিত্র কর্ত্তব্য সমাধানের উদ্দেশ্যে সব সময় নিজের জীবন খোদা ও তাঁহার রছুলের জন্য ওয়াকফ রাখিব এবং বড় হইতে বড় কোরবাণী পেশ করতঃ কেয়ামত পর্য্যন্ত ইসলামের ঝাঁণ্ডাকে দুনিয়ার প্রত্যেক দেশে উচু রাখিব।

আমরা ইহাও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, নেজামে খেলাফতের সংরক্ষণ ও ইহার স্থায়িত্বের জন্য শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করিতে থাকিব এবং নিজের সন্তান সন্ততিকেও সর্ব্বদা খেলাফতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিতে এবং ইহার কল্যাণ সমূহ হইতে উপকৃত হইতে নির্দ্দেশ দিতে থাকিব। যাহার ফলে কেয়ামত পর্য্যন্ত যেন খেলাফতে আহমদীয়া মাহফুজ (কায়েম) থাকে এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত আহমদীয়া সিলসিলার দ্বারা ইসলামের প্রচার অব্যাহত থাকে এবং মোহাম্মদ রছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের ঝাণ্ডা যেন দুনিয়ার সকল ঝাণ্ডা হইতে উচ্চে উড্ডিয়মান থাকে। "হে খোদা তুমি আমাদিগকে এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার তৌফিক দান কর।" 'আল্লাহুম্মা আমীন, আল্লাহুম্মা আমীন' 'আল্লাহুম্মা আমীন'।

প্রকাশ থাকে যে উপরোল্লিখিত প্রতিজ্ঞা পত্র প্রত্যেক আহমদীয়া প্রমাতের মজলিশে আনছারুল্লাহ ও মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার জলসার সময় পাঠ করিতে হজরত আমিরুল মোমেনিন (আইয়াদাহুল্লাহে তালা) নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

আলফজল ২৮শে অক্টোবর,
১৯৫৯ ইং।

প্রকাশক—
মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়া,
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ত্রিপুরা, পূর্ব্ব পাকিস্তান।

বহু পুরাতন কথা

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

গল্পকার ইউছুবের জন্ম হয় গ্রীস দেশে খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় ৬ শত বৎসরের কথা। তিনি জন্তুদের নিয়ে গল্প বলতেন। একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলেই দেখা যাবে তাঁর গল্পের যে পশু—বন জঙ্গলের পশু নয়। মানুষের অন্তরের পশুকেই তিনি গল্পে প্রতিফলিত করেছেন। তাই যুগ যুগান্ত ধরে তাঁর গল্প হতে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে আসছে। বিংশ শতাব্দির জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম উন্নতির দিনেও ইউছুবের গল্প নতুনই রয়েছে।

ব্যাঙ ও ষাড়ের গল্পের উদাহরণ নেওয়া যাক! ষাড়ের সমান হতে পারবে বলে ব্যাঙের হলো অহংকার। ফুলতে সুরু করে বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞেস করতে লাগল ষাড়ের সমান হয়েছে কিনা? বাচ্চারা বার বার উত্তর দিল এখনও অনেক বাকী ব্যাঙ আরো ফুলতে গিয়ে অবশেষে ফেটে প্রাণ হারাল। কিন্তু কিছুতেই আর ষাড়ের সমান হতে পারল না। এটা গল্পের এক দিক। অপর দিকে ষাড়ও যদি বিনয় প্রকাশ করতে গিয়ে ব্যাঙের সমান হতে চেষ্টা করত তবে তাও হতে পারত না বরং ব্যাঙের ন্যায় নিজের শেষ দিনকেই ডেকে আনত।

ষাড় আর ব্যাঙে তবুও কিছু তুলনা হয়। কিন্তু সৃষ্টির সেরা বুদ্ধিমান মানুষ হাজার হাজার বৎসর ধরে এ গল্প পড়েও ব্যাঙকে ষাড়ের সমান বা ষাড়কে ব্যাঙের সমানের চেয়েও মারাত্মক বিশ্বাস পোষণ করে আসছে। তাদের কেউ কেউ বলছে যে স্বয়ং বিশ্ব স্রষ্টাই মানুষ রূপে অবতার বা রাজা হয়ে দুনিয়াতে আসছেন। আবার কেউ কেউ বলছেন অমুক আদম সন্তান স্রষ্টারই জাত সন্তান!

তারা যদি আবার নতুন করে ইউছুবের গল্পটি পড়ে দেখতেন।

তাহরীক জদীদের উদ্দেশ্যাবলীতে সহযোগিতার আহ্বান

"তোমরা এই সকল মুতালবা পালন করিলে খোদাতা'লাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে।"

হজরত খলিফাতুল মসিহ সানী (আইঃ)

১৯৩৮ সনের ৩১শে জুলাই, কাদিয়ানে হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) এই বক্তৃতা করেন। ইহা ১৬ই জুন, 'দৈনিক আলফজলে' প্রকাশিত হয়।

অনুবাদক ঃ—মৌঃ এ, এইচ, এম আলী আনোয়ার সাহেব।

সুরাহ ফাতেহার পর হুজুর সুরাহ তাওবার ৬ষ্ঠ রুকু তেলাওত করেন। অতঃপর বলেন ঃ—

আমি আমাতস্থিত বন্ধুগণকে দীর্ঘকাল যাবত বলিয়া আসিতেছি যে, তাহরিক জদীদ কোন নূতন আন্দোলন নয়। ইহা সেই প্রাচীন আন্দোলন যাহা সাড়ে তেরশত বৎসর পূর্ব্বে রসুল করীম (দঃ) আরম্ভ করেন। ইঞ্জীলের ভাষায় ইহা একটি পুরাতন মদ্য, যাহা নূতন পেয়ালায় পরিবেশন করা হইতেছে। কিন্তু মাতালে পরিণত করে বা মানুষের বুদ্ধি বৈকল্য ঘটায়, এই প্রকার মদ্য ইহা নয়। বরং ইহা সেই মদ, যাহার সম্বন্ধে কোরআন করীম বলে যে, 'এই শারাব পানে মাথা ব্যাথা হইবে না এবং প্রলাপও বকিবেনা।" (সুরাহ সাফ্‌ফাত, রুকু ২) কারণ, ইহার উৎস 'নূরে-এলাহী', আল্লাহর জ্যোতিঃ) যাহা মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (দঃ) পৃথিবীতে আনয়ন করেন ইতিপূর্ব্বে এ প্রকার নূর পৃথিবী কখনো দেখে নাই। কেমন অদ্ভুত সেই চোখ, কেমন আঁধার সেই দেল, যাহা কোরআন করীম, তৌরাত এবং অন্যান্য ধর্ম্ম গ্রন্থগুলি দেখিয়াও কোরআন করীমের সৌন্দর্য্য এবং ইহার শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতে পায় না। ইহা সকল সৌন্দর্য্যের আকর। উহা ঐশী জ্যোতিঃ বিকাশের আয়না জলওয়া এলাহীর দর্পন। ইহার প্রত্যেকটি শব্দ হইতে খোদাতালার মহিমার বিকাশ হয়। ইহার প্রত্যেকটি অক্ষর হইতে আল্লাহতা'লাকে পাওয়ার সুগন্ধি আসে। ইহার মোকাবিলা কোন পুস্তক দাঁড়াইতে পারে? কিন্তু দুঃখের বিষয়, মুসলমানগণের মধ্যেও কোন কোন এমন লোক আছে, যাহারা ইহার আয়েতগুলির উপর চোখ বুলাইয়া চলিয়া যায়. কিন্তু ইহার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব সমূহে তাহাদের চিত্তকে একটুও স্পর্শ করে না। তাহারা কোরআন করীম পাঠ শোনে এবং কোন কোন সময় "সুবহানাল্লাহ" ও আলহামদুলিল্লাহও বলে, কিন্তু যেই তাহাদের মজলিসগুলিতে যায়, হাসি ঠাট্টায় নিমগ্ন হয়। তাহাদের জীবন বৃথায় কাটে। খোদা কেন তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারা ভুলে। এ জগতে কেন তাহারা আসিয়াছে তাহারা বিস্মৃত হয়। যাহা হউক. **ইসলাম খোদাতালার নূর**' যাহা দুনিয়ায় প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এখন এমন এক সময় উপস্থিত হইয়াছে, যখন মুহাম্মদ রসুলুল্লাহর (দঃ) ভবিষ্যদ্বানী সমূহ অনুযায়ী ঈমান সপ্তর্ষী মণ্ডলে উত্থিত হইয়াছে এবং ইসলামের শিক্ষাকে লোকেরা পিছনের আড়ালে ছুড়িয়া ফেলিয়াছে। এই সময়ে খোদাতা'লা একজন মহাপুরুষকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন। কারণ, রসুল করীম (দঃ) বলিয়াছেন যে, ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্র, বা সপ্তর্ষী মণ্ডলে উড়িয়া গেলেও পারস্য বংশীয় কোন ব্যক্তি জগতের মঙ্গলার্থে উহাকে আবার ফিরাইয়া আনিবেন। কোরআন করীমও ভবিষ্যদ্বানী পূর্ব্বক বলিয়াছে, ইসলামের খেদমতের জন্য পরবর্ত্তিদের মধ্যে এক জমাতকে দাঁড় করান হইবে, যাহাদের মধ্যে 'বরুজীভাবে' প্রতিচ্ছায়া স্বরূপে রসুল করীম (দঃ) সেই প্রকারেই কাজ করিবেন, যেমন তিনি প্রথম লোকদের মধ্যে কাজ করিয়াছিলেন। এই সকল ভবিষ্যদ্বানী মোতাবেক খোদাতা'লা তাঁহার 'মামুর' বা প্রত্যাদিষ্ট পুরুষকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন এবং তাঁহাকে বলিয়াছেন, "যাও, এবং কোরআন করীমের নূর পৃথিবীতে ছড়াও এবং আমার সত্যের সহিত সমগ্র বিশ্বকে পরিচিত কর।" তিনি আসিয়া খোদাতালার নূরকে পৃথিবীতে কায়েম করিয়াছেন। তাঁহার পবিত্র আত্মার দ্বারা তিনি এমন একটি জমাত সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, যাহারা তাঁহার প্রত্যেক আহ্বানে সাড়া দেওয়া তাহাদের চরম সৌভাগ্য মনে করে। এই জামাতের উপর ঐ সকল দায়িত্বই অর্পিত হইয়াছে, যাহা সাহাবা (রাঃ) গণের উপরে অর্পিত হইয়াছিল। ইহাদের দ্বারাও সেই সকল কার্য্য সাধনেরই আশা করা যাইতেছে, যাহা সাহাবাগণ (রাঃ) সাধন করেন। ফলে, কোরআনের সেই জ্যোতিঃই পৃথিবীতে প্রকাশিত হওয়া আরম্ভ করিয়াছে। আবার সেই কোরআন যাহা ধর্ম্ম পুস্তক সমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট্ট পুস্তক এবং কোন কোন ব্যক্তি ইহার এমন ক্ষুদ্রাকৃতি সংস্করণ বাহির করিয়াছে যে, দুইটি কোরআন শরীফ মুষ্টির মধ্যে রাখা যায়। ইহাই সারা দুনিয়ার যাবতীয় জ্ঞান ও তত্ত্বের ভাণ্ডার স্বরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে। আমি সমগ্র বিশ্ব পর্য্যটন করি নাই। আমার প্রতিনিধি করিয়াছেন। আমিও প্রায় এক গোলার্দ্ধ পরিভ্রমণ করিয়াছি। কিন্তু আমি পৃথিবীর কোন পুস্তকে এমন কোন কথা দেখি নাই, যাহা মানুষের রুহানিতের জন্য জরুরী এবং কোরআন করীমে তাহা বর্ণিত হয় নাই। এই যে নূতন জীবন কোরআন করীম লাভ করিয়াছে, ইহা শুধু হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) এর আগমনে হইয়াছে। শত্রুর উপর বিজয় লাভের সাধিত সময় যখন অগ্রসর হইতে থাকে, তখন শত্রু সংহারে সম্যক শক্তি প্রয়োগ করা স্বাভাবিক। যতদিন কোরআন করীম একটি পরাজিত পুস্তক বলিয়া শত্রুর নিকট প্রতিভাত হইতেছিল, তখন শয়তান সন্তুষ্ট ছিল। সে বলিতেছিল, এই কেতাবের মোকাবিলা সে আর কি করিবে? কিন্তু হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এর দ্বারা পৃথিবীতে ইহার নূর বিস্তার আরম্ভ হওয়ায়, শয়তান নানা প্রকারে হামলা শুরু করিয়াছে বাহির হইতেও ভিতর হইতেও। কাফের দেরও সহযোগিতায় এবং মুনাফেকদেরও সহযোগিতায় এই আক্রমণ চালান হইয়াছে, চলিতেছে এবং থাকিবে, যে পর্য্যন্ত কুফরের

ফৌজ সমূহ সংগ্রামের মাঠে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত না হয়। কিন্তু যে পর্য্যন্ত কুফরের মধ্যে প্রাণবায়ু থাকে, ইহা কখনো সম্ভবপর নয় যে, শয়তান শান্ত বা চুপ করিয়া বসা থাকিবে।

সুতরাং, এরূপ ধারণা করা যে, আমাদের জমাতের কাজ আজ বা কাল বা পরশু শেষ হইয়া পড়িবে এবং আমরা শান্ত মনে বসিতে পারিব, সম্পূর্ণই ভুল এরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হওয়া যে, অমুক প্রকার হামলা এখন আর হইবে না, যদি হয় অন্য প্রকার হইবে ইহাও সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। শয়তান সব দিক দিয়াই আক্রমণ করিবে। যাবতীয় অস্ত্র সম্ভার সহ ইস্‌লাম বাহিনীকে পরাভূত করিবার জন্য সে যুদ্ধাসরে উপস্থিত হইবে। আমাদের জমাতে শুধু তাহারাই থাকিতে পারিবে, যাহারা এই সমুদয় আক্রমণের মোকাবিলার জন্য সততঃ প্রস্তুত এবং কোন মুহূর্ত্তেই নিশ্চিন্ত থাকিবে না। যে ব্যক্তি এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সে আজ আহমদী থাকিলেও আগামী কল্য মুরতাদ হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভবপর। কারণ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি কোন সূত্র ক্রমে আহমদীয়াতে দাখিল হইয়া থাকিলে সে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত 'আহমদী' থাকিতে পারিবে, ইহা কখনো সম্ভবপর নয়। **ইহা এলাহী সেল্‌সেলা।** এলাহী সেলসেলা সমূহে এই প্রকার লোকদের থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব সুতরাং, শুধু তাহারাই আহমদীয়তে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠীত থাকিবে, যাহারা বিনা সর্ত্তে ঈমান আনিয়াছে। এইমাত্র আমি যে রুকু পাঠ করিয়াছি তাহাতে আল্লাহতা'লা এইমাত্র মুমেন-দিগকে ইহারই প্রতি মনোযোগী হওয়ার আহবান করিয়াছেন। তিনি বলেন, "হে মুমেনগণ, তোমাদের কি হইয়াছে? তোমাদিগকে যখন বলা হয় যে, আস, অবং **খোদাতা'লার পথে** বাহিরে চল, তখন ভারবোধে ভূমির দিকে নিপতিত হও কেন? এবং তোমাদের পক্ষে চলা মুশকিল হয় কেন? তোমরা কি এই পার্থিব জীবনকে আখেরাতের উপরে স্থান দাও? স্মরণ রাখিও, এই পার্থিব জীবনের যে লাভ, তাহা আখেরাতের তুলনায় সম্পূর্ণ তুচ্ছ।"

এই আয়েত গুলিতে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন, 'যখনি ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে আহ্বান করা হয়, মুমেনের কর্ত্তব্য সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং দ্বীনের খেদমতের জন্য জান, মাল, সন্তান, মান-সম্মান, আরাম সুখ-সাচ্ছন্দ, সম্পত্তি, দেশ ও সবকিছু কুরবান করে। কিন্তু মুনাফেক চায়, মুমেন কুরবানী না করে, এবং যাহারা করিতেছে, তাহারাও কুরবানীর মোকাম হইতে সরিয়া পরে।' আল্লাহতা'লা বলেন, 'যদি তোমরা খোদাতা'লার আহ্বানে বা তাঁহার প্রতিনিধিগণের ডাকে কান না দেও এবং তোমাদের এইরূপ অবস্থা হইয়া পরে যে, তোমাদিগকে তো বলা হয় যে, আস, **এবং দ্বীনের খেদমতের জন্য আপনাকে পেশ কর,** কিন্তু তোমরা সম্মুখে উপস্থিত না হও, তবে স্মরণ রাখিও খোদাতা'লা তোমাদিগকে কষ্টদায়ক আজাবে নিপতিত করিবেন। এবং তোমাদের পরিবর্ত্তে অন্য কোন জাতিকে দাঁড় করাইবেন। এবং তোমরা খোদাতা'লার কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না।' কোন কোন ব্যক্তি চমৎকৃত বলিয়া থাকেন যে জমাতে দুই চারি বা দশ বিশ জন মুনাফেক থাকে কেন? অথচ এখানে বলেন যে, হাজার নয়, দশ হাজার নয়, দশ কোটীও মুরতাদ হইয়া পড়িলে, তোমাদের তাহাতে কোনই পরওয়া করিতে হইবে না। 'আল্লাহ সব কিছুই করিতে পারেন।' কখনো মনে করিবে না যে, কোন জমাত হইতে কতক লোক চলিয়া গেলে জমাতের কোন ক্ষতি হইবে। খোদাতা'লা বলেন যে, তাঁহার প্রয়োজন কাজের, সংখ্যার নয়। যদি নিষ্কর্ম্মা, অকেজ ব্যক্তি জমাতে থাকে, তাহারা অবশ্যই জমাত ত্যাগ করুক। তাহাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাহারা খোদাতা'লার দ্বীনের কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না। তারপর বলিতেছেন, 'খোদাতা'লা তখন তাঁহার (অর্থাৎ মুহাম্মদ রসুলুল্লাহর) সাহায্য করিয়াছিলেন, যখন তিনি তাঁহার শুধু একজন সাথীকে নিয়া মক্কা হইতে বাহির হইয়া ছিলেন এবং শত্রুর আক্রমণ হইতে বাঁচিবার জন্য একটি গহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন তিনি তাঁহার একজন সাথীকে বলিয়া ছিলেন, 'চিন্তা করিওনা, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।' তখন তোমাদের কোন্ ফৌজ ছিল, যাহারা তাঁহার সাহায্য করিয়াছিল? তখন খোদাতা'লা স্বয়ং তাঁহার প্রতি আপন সান্ত্বনা অবতীর্ণ করেন। এবং তাঁহাকে এমন কাহিনীর দ্বারা সাহায্য করেন, যাহাদিগকে তোমরা দেখিতে পাইতে না। এবং তিনি ঐ সকল রুহানী ফৌজের দ্বারা কাফেরদিগকে তাহাদের চেষ্টা করিতে নীচু প্রমাণিত করিলেন; এবং খোদা ও তাঁহার রসুলের জয় হইল। আল্লাহই সর্ব্বদা জয়ী হন এবং তিনি বড়ই প্রজ্ঞাময়।' তারপর বলিয়াছেন, 'হে মোমেনগণ, তোমরা তোমাদের ঈমানে দৃঢ় থাকিলেও বাহিরে চল, দুর্ব্বল হইলেও বাহিরে চল। শক্তিশালী হইলেও বাহির হও। শক্তিশালী না হইলেও বাহিরে চল। ধনী হইলেও বাহির হও। গরীব হইলেও বাহির হও। তোমাদের উপর দায়িত্ব থাকিলেও বাহির হও, দায়িত্ব না থাকিলে বাহির হও। বৃদ্ধ হইলেও বাহির হও, যুবা হইলেও বাহির হও। ঘোড়ায় চড়িয়া হইলেও বাহির হও, পদব্রজে হইলেও বাহির হও। তোমরা হাল্কাই হও, আর ভারীই হও তোমাদের ফরজ হইল উভয় অবস্থাতেই বাহির হইবে। এবং তোমাদের মাল ও তোমাদের জান দিয়া আল্লাহর পথে জেহাদ করিবে।' কারণ, যে মহান কাজ তোমাদের সম্মুখে আছে, তাহা সাধারণ কুরবানীর দ্বারা সাধন হওয়ার নয়। যে পর্য্যন্ত তোমাদের প্রত্যেকেই তাহার জান, মাল খোদাতা'লার পথে কুরবান করিবার জন্য প্রস্তুত না হয়, সে পর্য্যন্ত এই কাজ হওয়ার নয়। আগামী কল্য কি হইবে বা হইবে না, তাহা তোমরা কোথায় জান? ধর, আজ হইতে পঞ্চাশ, ষাট বা শত বৎসর পরে তোমাদের বংশধরেরা তাহাদের কুরবানীর ফলে বাদশাহত করিবার হইলে, তোমাদের কর্ত্তব্য নয় কি যে, রাতদিন তোমরা কুরবানী করিতে থাক এবং মুহূর্ত্তের জন্যও এই ক্ষেত্রে তোমাদের পা শিথিল হইতে দিবে না?'

হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) একবার ইরাণ সম্রাট কিস্‌রাহ রুমাল তাঁহার পকেট হইতে বাহির করিয়া উহা দিয়া তাঁহার থুথু মুছিলেন। তখন তিনি বলিলেন, "সাবাস, সাবাস, আবু হুরায়রা। কোন দিন তোমার উপর জুতা পড়িত। আর আজ তুমি ইরাণ সম্রাটের রুমালে থুথু মুছিতেছ।" লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি একি করিতেছেন? তিনি বলিলেন, "রসুল করীম (দঃ) এর কথামৃত শোনার আগ্রহ আমার মধ্যে অত্যন্ত প্রবল ছিল। আমি মসজিদ ছাড়িয়া বাহিরে যাইতাম না পাছে; রসুল করীম (দঃ) আসিয়া কোন বাক্যালাপ করেন এবং আমি শুনিতে না পাই। এই আগ্রহ বশতঃ আমি মসজিদেই পড়িয়া থাকিতাম, সে জন্য দিনের পর দিন উপাসে কাটিত। খুবই দুর্ব্বলতা আসিয়া মূর্চ্ছা হইত। লোকে মনে করিত আমার মৃগী হইয়াছে। মৃগী রুগীকে জুতা পিটান আরবের প্রথা ছিল। আমি বেহুস হইলে লোকে আমাকে জুতা মারা আরম্ভ করিত। অথচ দারুণ ক্ষুধায় সে আমার মূর্চ্ছা। দুর্ব্বলতায় আমার কণ্ঠ হইতে কোন বাহির হইতে পারিত না।" তারপর, তিনি একটী ঘটনা বলিলেন, একবার আমি ক্ষুধায় অস্থির হইয়া মসজিদের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। হয়তো আমার চেহারা দেখিয়াই কেহ বুঝিবে যে, আমি ক্ষুধার্ত্ত এবং আমাকে কিছু খাবার দিবে। ইতি মধ্যে

হজরত আবুবকর (রাঃ) আমার পার্শ্ব দিয়া যাইতে লাগিলেন। আমি তাঁহার নিকট একটি আয়েত পাঠ করিলাম। সেই আয়েতে গরীবের খবর নেওয়ার এবং ক্ষুধার্ত্তকে খাবার দেওয়া সংক্রান্ত হুকুম ছিল। বলিলাম, ইহার একটু অর্থ করুন। তিনি এই আয়াতের অর্থ করিয়া চলিয়া গেলেন।' এই বলিতে বলিতে আবু হুরায়রা (রাঃ) অত্যন্ত মর্ম্মপীড়ানুভব করিলেন। তিনি যে সময়ে এই ঘটনার উল্লেখ করিতেছিলেন, তখন রসুল করীম (দঃ) ওফাত পাইয়াছেন এবং হজরত আবুবকর (রাঃ) আর ইহ জগতে নাই। তখন হজরত ওমর (রাঃ) এর জামানা। তবু, তিনি রোষান্বিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "হু, আমি যেন এই আয়াতের অর্থ জানিতাম না, আবুবকর আমার চেয়ে বেশী জানিতেন! আমি তো তাহার নিকট আয়াতটি এই উদ্দেশ্যে উপস্থিত করিয়াছিলাম যে, আমার চেহারা দেখিয়া তিনি আমার প্রতি খেয়াল করিবেন। কিন্তু তিনি অর্থ করিলেন এবং চলিয়া গেলেন।' আবু হুরায়রা (রাঃ) বলিতে লাগিলেন, তারপর, হজরত ওমর (রাঃ) আসিলেন। আমি তাঁহার নিকটও আয়েতটি উপস্থিত করিলাম। তিনিও ইহার অর্থ করিয়া চলিয়া গেলেন।' হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) আরো রাগান্বিত স্বরূপে বলিলেন, "হু, আমি যেন এই আয়েতের অর্থ জানিতাম না। হজরত ওমর (রাঃ) আমার চেয়ে অধিক জানিতেন! আমি তো এজন্য তাঁহার কাছে আয়েতটি পেশ করিয়াছিলাম, যাহাতে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, আমি ক্ষুধার্ত্ত। কিন্তু তিনি অর্থ করিয়া চলিয়া গেলেন! এই অবস্থায় আমি হয়রাণ হইয়া দাঁড়াইয়া আছি। এমন সময় পিছন হইতে অত্যন্ত মধুর শব্দ শুনিলাম, 'আবু হুরায়রা'। আমি ফিরিয়া দেখিলাম করীম (দঃ) দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি আমাকে বলিলেন, 'তোমার খুব ক্ষুধা হইয়াছে মনে হয়।' অন্য কথায় রসুল করীম (দঃ) হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর ক্ষুধা পিছন হইতে দেখিতে পাইলেন, যদিও হজরত আবুবকর (রাঃ) ও হজরত ওমর (রাঃ) আবুহুরায়রা (রাঃ) এর মুখ দেখিয়াও খেয়াল করেন নাই। আঃ হজরত (দঃ) বলিলেন, 'এদিকে আস।' হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) গেলে পর রসুল করীম (দঃ) দুগ্ধ পূর্ণ একটি পেয়ালা নিয়া বাহিরে আসিলেন। হজরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'দুধ দেখিয়া আমি বড়ই আনন্দ পাইলাম। মনে করিলাম, এখন আমি ইহা একাকী বেশ পরিতৃপ্ত হইয়া পান করিব। কিন্তু রসুল করীম (দঃ) বলিলেন. 'আবু হুরায়রা, মসজিদে যাও। আরো কোন ভুখা থাকিলে নিয়া আস।' আবু হুরায়রা বলেন, 'আমি মনে মনে বলিলাম, আমি তো মনে করিয়াছিলাম যে, আমি একাকী সমুদয় দুগ্ধ টুকু পাইব। এখন তো আরো লোক ডাকিয়া আনা হইবে। জানিনা, আমার জন্য দুধ কিছু থাকিবে কি? যাহা হউক, আমি মসজিদে গেলাম। সেখানে ছয়জনকে পাইলাম। মনে মনে বলিলাম. 'বড়ই বিপদ! পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম, একজন পাইলে সে অর্দ্ধেক পান করিবে এবং আমি অর্দ্ধেক পান করিব। কিন্তু এখানে তো একত্রে ছয়-জন পাওয়া গেল। তাহারা পান করিলে, আমার জন্য কিছুই থাকিবে না। কিন্তু রসুল করীম (দঃ) এর ছিল আদেশ। আমি তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গিয়া বলিলাম, 'রসুলুল্লাহ, এই ছয় জনও আমার ন্যায় ক্ষুধার্ত্ত। রসুল করীম (দঃ) তাঁহাকে কেমন আশ্চর্য্য জনক শিক্ষা দিলেন! তিনি বলিলেন, 'আবু হুরায়রা, দুধের এই পিয়ালা নাও। প্রথমে তাহাদের এক জনকে পান করিতে দাও।' হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'আমি মনে মনে বলিলাম, বাস্, আমি গেলাম। আমার জন্য কিছু থাকিবে কি? প্রথমে একজন পান আরম্ভ করিল। সে পান করিতেই থাকিল। আমি ভাবিলাম, সে ভদ্রতা করিয়া কিছু দুধ রাখিলে আমি পান করিব। কিন্তু সে পান করিবার পর, রসুল করীম (দঃ) পিয়ালাটি অন্য একজনকে দিলেন। তারপর, আর একজনকে দিলেন। এইরূপে, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ ব্যক্তিগণকে পেয়ালাটি দেওয়া হইল। আমি কাঁপিতে লাগিলাম। আমার জন্য কিছু বাচিবে কি? অবশেষে, তাহারা সকলে পান করিবার পর রসুল করীম (দঃ) আমাকে পেয়ালাটী দিলেন। দেখিলাম, পেয়ালাটি প্রথম সময়ের ন্যায় সম্পূর্ণ ভরা। আমি দুধ পান করিতে লাগিলাম। আমার পেট ভরিয়া গেল। আমি বলিলাম, 'রসুলুল্লাহ, আমি তৃপ্ত হইয়া পান করিয়াছি।' তিনি বলিলেন, "না, আরো পান কর।' আমি আবার পান আরম্ভ করিলাম। পান করিয়া বলিলাম, 'এখন পেট সম্পূর্ণ ভরিয়াছে, রসুলুল্লাহ।' তিনি বলিলেন, 'না, আরো কর।' আমি আবার পান করিলাম। আমার মনে হইতেছিল, আমার আঙ্গুলগুলি দিয়া এখন দুধ টপকাইতে আরম্ভ করিবে। অবশেষে, আমি বলিলাম, রসুলুল্লাহ, এখন তো আমার পেটে আর স্থান নাই। রসুল করীম (দঃ) হাসিয়া পেয়ালাটি আমার নিকট হইতে লইলেন এবং পান করিলেন।' এই প্রকারে হুজুর (দঃ) তাঁহাকে শিক্ষা দিলেন, যদিও তুমি মুখে সওয়াল কর নাই, কিন্তু তোমার চেহারা দ্বারা অন্য হইতে চাহিয়াছ। এইজন্য তোমাকে সকলের পিছনে দেওয়া হইবে।

এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলিলেন, 'এই ছিল আমার অবস্থা। কিন্তু আমার অবস্থা এখন কি? আজ আমি যে রুমালে থু থু মুছিয়াছি, ইহা ইরাণের বাদশাহের রুমাল। ইহা এত মূল্যবান যে, বাদশাহ সব সময় ইহা হাতে রাখিতেন না; রাজ্যাভিষেকের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে তিনি ইহা ব্যবহার করিতেন। আজ সেই মহামূল্যবান রুমাল আমার হাতে আছে। আমি কেমন নির্দ্দয় রূপে ইহাতে থুথু ফেলিতেছি। এই কারণেই আজ ইহাতে থুথু ফেলিবার সময় আমার পূর্ব্ব জীবনের কথা মনে হইল এবং আমি বলিলাম, 'সাবাস, আবু হুরায়রা, সাবাস।'

এখন, যদি আবু হুরায়রা (রাঃ) ঐ সকল কুরবানীর সময় জানিতে পারিতেন যে, ইস্‌লামের প্রাথমিক সময়ে তিনি যে কুরবানী করিয়াছেন, ঐ সকল কুরবানীর ফলে তিনি একদিন পারশ্য সম্রাটের রুমালে থুথু মুছিবেন, তবে কে বলিতে পারে যে, তিনি তদপেক্ষাও বড় কুরবানীর জন্য প্রস্তুত হইতেন না? যদি আবু সুফিয়ান জানিতে পারিত যে, মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ (দঃ) এর গোলামীর ফলে তাহার ছেলে মাবিয়া একদিন আরবের বাদশাহ হইবে, তবে আমার মনে হয় শত্রুতা কোথায়, তরবারি হাতে মুহাম্মদ রসুলুল্লাহর সেনা বাহিনীর আগে আগে চলিত। সে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে কেন? সে ভবিষ্যৎ জানিত না যে, কাল কি হইবে।

(শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সম্পাদকীয়

মৌলিক গণতন্ত্রের নির্ব্বাচন

পাকিস্তানের মৌলিক গণতন্ত্রের সর্ব্ব প্রথম নির্ব্বাচন, অন্য কথায়, আমাদের ভাগ্য পরীক্ষার সময় সন্নিকট। আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে এই নির্ব্বাচনের উপর। আমাদের আগামী নির্ব্বাচন হইতে উৎকৃষ্ট নির্ব্বাচন পদ্ধতি কোথা ও নাই। এতদ্‌সত্ত্বেও জনসাধারণও নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের মধ্যে প্রয়োজনীয় গুণাবলী থাকা প্রয়োজন। এই জন্য যদি আমরা ঈমানদারী, বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার সহিত আমাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন না করি তবে ইহার প্রতিফল আমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে। বরং আমাদের পরবর্ত্তিগণও ভোগ করিবে। যদি আমরা ঈমানদার, দেশ প্রেমিক, জনদরদী, আত্ম সুখ বিসর্জ্জনকারী, পরহিতৈষী ও কর্ম্মঠ লোককে তাহাদের পূর্ব্বকৃত সমাজ সেবা দৃষ্টে আমাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করি তবে আমাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করি তবে আমাদের পাকিস্তান নামক বৃক্ষ সতেজ হইবে। ইহা পল্লবিত হইয়া বহু শাখা প্রশাখা প্রসারিত করিয়া ফুলে ও ফলে এরূপ পরিপূর্ণ হইবে যে, আমরা ইহার ছায়াতলে আরামে বসিয়া ইহারই ফুল ও ফল দ্বারা আমাদের মন ও দেহকে সতেজ রাখিতে সমর্থ হইব।

বর্ত্তমান মৌলিক গণতন্ত্র এবং পূর্ব্ববর্ত্তি গণতন্ত্র এক নহে। বর্ত্তমান গণতন্ত্রই প্রকৃত গণতন্ত্র। কারণ ইহাতে জনসাধারণের হস্তে ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে। পূর্ব্বে যেরূপ নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ জনসাধারণকে ধোকা দিত, বিশ্বাসঘাতকতা করিত, নির্ব্বাচন শেষে জনসাধারণের আর পরোয়া করিতনা বর্ত্তমান গণতন্ত্র অনুসারে তাহা আর চলিবে না। বর্ত্তমান গণতন্ত্রের একটি বৈশিষ্ট এই যে, নির্ব্বাচিত মেম্বর স্বীয় ভোটারগণের সম্মিলিত ফায়দার খেলাফ কিছু করিতে সাহসী হইবে না। কারণ বর্ত্তমান গণতন্ত্রে এমন আইন রহিয়াছে যে, কোন মেম্বর জনসাধারণের ফায়দার খেলাফ কাজ করিলেও স্বীয় ভোটারগণের বিশ্বাস হারাইলে তাহাকে বাদ দিয়া তাহার স্থলে অন্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার সুযোগ জনগণকে দেওয়া হইবে। অর্থাৎ বর্ত্তমান মৌলিক গণতন্ত্র মতে জনসাধারণই ক্ষমতাশালী থাকিবে

যে পর্য্যন্ত সরকারের সম্পর্ক রহিয়াছে, সরকার প্রকৃত গণতন্ত্র চালু করিবার ও ইহার শিকর মজবুত করিবার জন্য পূর্ণ চেষ্টা করিয়াছেন। গণতন্ত্রের সফলতার জন্য যে চেষ্টা প্রচেষ্টার প্রয়োজন ছিল তাহা করা হইয়াছে। পূর্ব্বে ভোটারগণকে কোন নির্দ্দিষ্ট দলের লোককে ভোট দিবার জন্য বাধ্য করা হইত এবং এই সমস্ত ব্যাপারে বহু অঘটন ঘটিয়াছে যাহা খুলিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। এখন আর তাহা হইবে না! বরং প্রত্যেক ভোটার স্বাধীন ভাবে ভোট দিতে সক্ষম হইবে।

প্রকৃত পক্ষে এখন আমাদের মহা পরীক্ষার দিন সন্নিকট। আমাদের প্রত্যেকে সর্ব্ব প্রথম ভোটের কদর ও মূল্য বুঝিতে হইবে। প্রত্যেককে স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া জাতিগত স্বার্থের দিকে মনোনিবেশ করিতে হইবে। আত্মীয় হউক বা না হউক ব্যক্তিগত ভাবে সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক, প্রার্থীগণের মধ্যে সব চেয়ে উপযুক্ত, ও সৎলোককে ভোট দিতে হইবে। অনুপযুক্ত অসৎ ও লোভী ব্যক্তিকে ভোট দেওয়া গণতন্ত্রের বিরোধিতা ও জাতি হত্যা! বরং আত্মহত্যার ন্যায়।

ইতিপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে মেম্বরগণ নির্ব্বাচিত হইবার পর ব্যক্তিগত স্বার্থ স্বজন প্রীতি ইত্যাদি মারাত্মক ব্যধিতে আক্রান্ত হইত এবং ভোটারগণের সহিত আর কোন সম্পর্কই রাখিত না। এখন যদিও এই বন্দোবস্ত রাখা হইয়াছে যে, দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত মেম্বরগণকে বরখাস্ত করা যাইবে; তথাপি আমাদের কর্ত্তব্য, প্রার্থীগণের মধ্যে সব চেয়ে ঈমানদার, নিষ্ঠাবান ও উপযুক্ত ব্যক্তিকে ভোট দেওয়া। এমন লোককে ভোট দিতে হইবে, যে প্রত্যেক অবস্থায় জাতীয় স্বার্থের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জ্জন দেয় এবং যদি কোন সময় জনসাধারণ তাহার প্রতি আস্থাহীন হয়, তবে স্বয়ং পদত্যাগ করিয়া তাহার চেয়ে উপযুক্ত লোককে তাহার পরিবর্ত্তে জাতির সেবা করিতে সুযোগ দেয়।

অতএব আমাদের প্রত্যেককে এই প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, আমরা ভোট দান কালে আপন পর দেখিবনা, জাতপাত দেখিব না, আত্মীয় অনাত্মীয়ের পরোয়া করিব না, ব্যক্তিগত যাবতীয় স্বার্থ ভুলিয়া গিয়া জাতীয় স্বার্থের জন্য আত্মস্বার্থহীন, সচ্চরিত্র বিশিষ্ট, সদালাপী, দিয়ানতদার, কর্ম্মঠ, উৎকৃষ্ট কর্ম্মময় জীবন বিশিষ্ট সব চেয়ে উপযুক্ত লোককে ভোট দিব।

গণতন্ত্রের ইহা নূতন পরীক্ষা আরম্ভ হইতেছে। যদি আমরা নিজেদের ঈমান ও বিবেক বুদ্ধি ঠিক রাখিয়া কাজ করি এবং এই পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হই, তবে জগৎ আমাদের পশ্চাদ অনুসরণ করিবে। আজ সারা জগৎ আমাদের এই নৈতিক পরীক্ষার ফলাফল জানিবার জন্য উদগ্রীব। যদি আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারি তবে আমাদেরও আমাদের পরবর্ত্তিগণের জীবন ধন্য হইবে। এখন আমাদের নব জীবন আরম্ভ হইবে। আমাদের কাজ কর্ম্ম ও চিন্তা ধারার যে সমস্ত ত্রুটি রহিয়াছে। সংশোধন করিতে হইবে। এখন আমাদের মনে করিতে হইবে যে, আমরা এই দেশের মালিক। এই জন্য এখন হইতে গণতন্ত্রের মর্য্যাদা বাড়াইতে হইবে। যদি আমরা গণতন্ত্রের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিতে চাই, তবে উপযুক্ত প্রার্থীকে আমাদের মূল্যবান ভোট দিতেই হইবে। আরও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভোট আমাদের নিজস্ব নহে বরং ইহা জাতীয় আমানত। যদি ইহা অপাত্রে ঢালি তবে আমানত খিয়ানত করা হইবে।

বিশ্ব আহমদীয়া বার্ষিক জলসা স্থগিত

প্রত্যেক আহমদী অবগত আছেন যে, প্রত্যেক বৎসর ডিসেম্বর মাসের ২৬, ২৭ ও ২৮শে তারিখ বিশ্ব আহমদীয়া সালানা জলসার তারিখ। কিন্তু এই বৎসর উক্ত তারিখে মৌলিক গণতন্ত্রের নির্ব্বাচন কার্য্য হইবে। অতএব জলসার তারিখ পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে যাহা পরে জানানো হইবে।

হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ)এর স্বাস্থ্য

রাবওয়াহ হইতে প্রকাশিত দৈনিক আলফজল পত্রিকা দ্বারা হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) এর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে উহাতে বুঝা যায় যে, হুজুর (আইঃ) সম্পূর্ণরূপ নিরাময় হন নাই। কখনও ভাল থাকেন আবার কখনও স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা ও অন্যান্য উপসর্গ পরিলক্ষিত হয়। বন্ধুগণ। হুজুর (আইঃ) এর রোগ মুক্তি ও দীর্ঘায়ুর জন্য দোয়া জারী রাখিবেন।

বাঙ্গলা দেশের দৃষ্টিতে ইমাম মাহদীর আগমন চিহ্ন

চৌধুরী আব্দুল মতিন বিএ, বি-টি।

(১)

নামাজ পরে ওয়াজ করে পানাউল্লাহ শাহ
ত্রিশ হরফে কোরাণ পয়দা কেউত বুঝল না –
দেখো হরফ জোড়া জাড়া
ভাবে যারা বুঝে তারা
ওলামা সব দিশাহারা
তকদীরের কি ফের !
ইমাম মেহদী জাহের হইল, জামানা আখের

(২)

রেজেক গেল, দৌলত গেল, গেল নিয়ামত
আস্‌মান নিশানে জানায় আর্‌ছে কেয়ামত
চাঁদ সুরুজ সাক্ষী রইল
মাহ্‌দী আসার খবর হইল
খারে দজ্জাল কুল দুনিয়া
করিছে ছয়ের !
ইমাম মেহদী জাহের হইল, জমানা আখের।

(৩)

আস্‌মান কাঁপে, জমীন কাঁপে, কলিজা থর থর
দজ্জালী ফেৎনাতে ঈমান হইবে জের জবর
'তিন খোদার এবাদত কর
বেহেস্তে অস না হয় মর"
দজ্জালের ধাঁধাঁয় প'ড়ে
ঈমানদার কাফের !
ইমাম মেহ্‌দী জাহের হইল, জামানা আখের।

(৪)

ঈমান আমান নষ্ট করবে নাছারাণী চাল
হাতে হাতে নগদ বেহেস্ত দেগাবে দজ্জাল
বিলাত পড়া লায়েক সন্তান
বলবে মা-বাপ বোকা অজ্ঞান
বউ শাশুড়ী সুখের সংসার
পুড়াইবে ঢের !
ইমাম মেহ্‌দী জাহের হইল, জমানা আখের—

(৫)

দুনিয়ার বরকত বরবাদ হ'য়ে দুনিয়া আতস্‌দান
ভূখের জ্বালায় করবে মানুষ চা, চুরুট পান
তেল ঘিয়ের সুবাস নষ্ট
জমীন জন্মায় খোরাক কষ্ট
খোরাক সভায় ভিখারী রাজ
হায়রে গ্রহের ফের !
ইমাম মেহদী জাহের হইল, জমানা আখের।

(৬)

খোরাক নিয়ে কাড়া কাড়ি করবে মানব কূল
শিশু সেবায় সংখ্যা বৃদ্ধি হবে জ্ঞানীর ভূল
মধু দুধের গন্ধ তবু
রাজাও পাইবেনা কভু
রেজেক দাতায় করবে নারাজ
নাশুকুর কাফের !
ইমাম মেহদী জাহের হইল, জামানা আখের।

(৭)

দুনিয়ার বাসিন্দা হবে ধান্দা বাজের দল
কাজের ডাকে কারীগরী হায়, ইঞ্জিলের কল !
এয়াজুজ মাজুজ লড়াই করে
আগুণ দিবে খোদার ঘরে
"জুলকারনাইন" বাদশাহ্‌ তবে
আনবে আমন ফের !
ইমাম মেহ্‌দী জাহের হইল, জমানা আখের।

(৮)

ফতোয়ার কেতাবে বুঝাই ওলামাদের ঘর
আখেরী জমানার নিশান তের সদ্দির পর
নায়েবে রসুল দাবী দাওয়া
খয়রাত জাকাত ছদ্‌কা খাওয়া
দ্বীন জারীর পথে পড়ুক
হাজার জালের বেড় !
ইমাম মেহ্‌দী জাহের হইল, জমানা আখের।

(৯)

"খোদার কালাম কম মূল্যে কে চাও জেয়ারত
পাঁচসিকা হাজের কর দেখ্‌বে কেরামত"
হায় আখেরী জমানার এ
ওলামাদের কারবারে
পাদ্রী, পণ্ডিত গলায় চিপে
ধরবে ইস্‌লামের !
ইমাম মেহ্‌দী জাহের হইল, জমানা আখের।

(১০)

মোমেন নক্সা যতই থাকুক অবিশ্বাস, সন্দেহ
"মুসলমানী ঈমানদারী" মানিবে না কেহ
তৌবার দুয়ার বন্ধ হইবে
কপাল মন্দ সবে সইবে
"ইস্‌মি ইস্‌লাম, রস্‌মি কোরাণ"
বুঝতে লাগবে দের !
ইমাম মেহদী জাহের হইল, জমানা আখের।

(১১)

ঈমান তখন যাবে উড়ে—"তাহতস্‌ সেরার" পর
ফাসি সন্তান আন্‌বে চেরাগ রৌশন খোদার ঘর !
নজিস্‌ খাওয়া শুকর বধ
'সলিব ধর্ম্ম' করবে রদ
শেরে খোদা মাহদীর ডরে
কাঁপবে কুল কাফের !
ইমাম মেহদী জাহের হইল, জমানা আখের।

(১২)

পানা উল্লাহর ওয়াজ শুনে যত দ্বীনদার
দোয়ার দুই হাত উর্দ্ধে তুলে কাঁদে জারে জার
খোদা রাখ ঈমান পথে
জাহেলাতের মওত হ'তে'
আবার দেখাও হেলাল কমর
গৌরব ইস্‌লামের !
ইমাম মেহদী জাহের হইল, জমানা আখের।

তাহরীক জদীদের ২৬শ বর্ষের ঘোষণা

মোকর্‌মী মোহতরমী

আচ্ছালামু আলায়কুম ওয়ারহমতুল্লাহে বরকাতুহু।

হজরত আমীরুল মোমেনীনের (আই:) এই নববর্ষের ঘোষণা ও আদেশ আপনার খেদমতে প্রেরণ করা হইতেছে যেন আপনি পাওয়া মাত্র তাহা কার্য্যে পরিণত করেন :— ১) আপনি নিজে চাঁদার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করুন। ২। আপন পরিবারস্থ সকল হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করুন। ৩। আপন চাঁদা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি করিয়া খোদাতালার অনুগ্রহ আকর্ষণ করুন। ফলে হুজুরের দোয়ার ভাগী হন।

হুজুরের দোয়া এই :—

১। „খোদাতালা আপনার আর্থিক অবস্থা উন্নতি করিয়া দিবেন।"

২। "যত চাঁদা দান করিবেন তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক প্রতিদান লাভ করিবেন।"

৩। "দুনিয়ার প্রতি কোণে কোণে ইস্‌লাম প্রচারক প্রেরিত হইবে এবং সমস্ত জগতে ইস্‌লাম প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হইবে।" ওয়াচ্ছালাম।

খাকসার

স্বাঃ—আহমদ জান

ওকীলুল মাল, তাহরীক জদীদ, রাবওয়া।

সার্কুলার নম্বর—২

তাং—২।১১।৫৯

তাহরীক জদীদের উদ্দেশ্যাবলীতে সহযোগিতার আহ্বান

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

সুতরাং খোদাতালা বলেন, "যদি তোমরা তোমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবহিত হও যদি আমি সেই পর্দ্দা তুলিয়া ফেলি, যাহা এখন তোমাদের চক্ষুকে বাধা দিতেছে] যদি তোমরা দেখিতে পাও যে, তোমাদের কালো ময়লা সন্তানগণ, যাহাদের চোখ ক্লেদে পূর্ণ, যাহাদের নাক হইতে ন্যাটা ঝরিতেছে, কোন দিন পৃথিবীতে বাদশাহ হইবে তবে তোমরা কুরবাণী করিতে করিতে নিজেকে ধ্বংস করিবে। কিন্তু আমি তোমাদিগকে তাহা জানাইতেছি না। শুধু এইটুকু বলিতেছি যে, এই সকল কুরবাণীর ফল তোমাদের জন্য অত্যন্ত মঙ্গলজনক। তোমাদের ভবিষ্যৎ তোমাদের দৃষ্টিগোচর হইলে তোমরা এই সকল কুরবাণীকে অত্যন্ত তুচ্ছ-জনক মনে করিবে!"

তারপর বলিতেছেন, "তোমরা মুমেন (বিশ্বাসকারী) স্বরূপ আসিয়াছিলে কিন্তু কাজ একটু দীর্ঘ হওয়ায় তোমাদের পদস্খলন হইতে লাগিল। তোমরা মনে করিতেছিলে যে এদিকে তোমরা মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ (দঃ) এর বয়েত করিয়াছ এবং সে দিকে দশ দিন পর সারা জগতের বাদশাহ হইয়া পড়িবে। "সফর ছোট হইলে তাহারা তোমার সঙ্গে চলিত এবং ইহাও অর্থ যে, তোমার পথে মুশকিল না থাকিলে এবং তাহাদিগকে নানা প্রকার কুরবাণী করিতে না হইলে, তাহারা সহজেই তোমার সহিত যোগদান করিত। কিন্তু তোমার পথ কঠিন ও অত্যন্ত দুর্গম হওয়ায় তাহারা তোমার সহিত চলিতে প্রস্তুত হয় না।

হজরত মসিহ মাউদ (আঃ)ও ইহাই বলিয়াছেন, "আমি কোথায় জানি যে, কোন কোন জঙ্গল ও কণ্টকাকীর্ণ বনের মধ্য দিয়া আমাকে চলিতে হইবে? সুতরাং যাহারা পৃথক হইতে চায়, তাহারা পৃথক হউক এবং আমাকে আমার খোদার উপর ছাড়িয়া দিক।" কিন্তু আমি বলি, যদি তোমরা সততার সহিত আহমদীয়ত কবুল করিয়া থাক, যদি তোমরা মনে কর যে, মুহাম্মদ (দঃ)এর পয়রবীতে খোদাতালার অনুবর্ত্তিতা এবং মসিহ মাউদ (আঃ)এর অনুগমনে মুহাম্মদ (দঃ) এর আজ্ঞানুবর্ত্তিতা, তবে হে পুরুষ ও হে স্ত্রী লোক-গণ, তোমরা তহরীক জদীদের উদ্দেশ্য সাধন আমার সহিত সহযোগিতা কর এবং 'আন্‌সারুল্লাহ'—আল্লাহর সাহায্যকারী হও। তোমাদের কাছে আমার কোন উদ্দেশ্য নাই। যদি তোমরা আমার এই সকল 'মুতালাবা' পালন কর, তবে তোমাদের খোদাকে তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট করিবে এবং যদি এই সকল মুতলবা পালন না কর, তবে তোমাদের খোদা তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন।

মোয়াল্লেম চাই

নারায়ণগঞ্জ জামাতের ছেলে মেয়েগণকে দ্বীনী শিক্ষা দিবার জন্য এবং উর্দু পড়িতে ইচ্ছুক বয়স্ক লোকগণকে উর্দু পড়াইবার জন্য অভিজ্ঞ মোয়াল্লেম চাই। আহার ও বাসস্থান ফ্রি, বেতন যোগ্যতা অনুসারে দেওয়া হইবে। স্থানীয় জামাতে প্রেসিডেণ্ট সাহেবগণের অনুমোদন পত্র সহ নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন।

আহসান উল্লাহ্ সিকদার,
প্রেসিডেণ্ট—নারায়ণগঞ্জ আঃ, আঃ,
পোঃ কক্স নং ৬, নারায়ণগঞ্জ।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামাত

আল্লাহতা'লার ফজলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামাতে নূতন উদ্যম ও কোরবানীর স্পৃহা দেখা যাইতেছে, তথাকার মজলিশ খোদ্দামুল আহমদীয়া ও লাজনা আমাউল্লাহ প্রশংসনীয় কাজ করিতেছে। স্থানাভাবে রিপোর্ট প্রকাশ করা গেলনা। আমরা মজলিশ খোদ্দামুল আহমদীয়া ও লাজনার ভ্রাতা ভগ্নী গণকে মোবারক জানাইতেছি এবং তঁাহাদের উন্নতির জন্য দোয়া করিতেছি। সঃ আঃ।

Printed at the Satya-Sadhana Chhapakhana, Narayanganj. Edited and Published by Md. Ahsanullah Sikder from 4, Bakshi Bazar Road, Dacca